W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

Date: 17. 04. 2017

Enclosed is the news item, appearing in 'Ekdin, a Bengali daily dated 16.04.2017, captioned 'মানবাধিকার কমিশনে বিরোধ চেয়ারম্যানকে 'বয়কট''

To my knowledge Mr. Mukherjee did not raise any objection with regard to clause 2 & 3 of the General Order dated 6th April, 2017 passed under regulation 13. In the absence of any objection, I had no occasion to express any views in that regard. I am also not aware of any decision allegedly taken by the Hon'ble Members to abstain from participating in any meeting with me. I am equally unaware of any differences or any boycott as alleged.

It is alleged that the newspaper talked to the Chairman which is altogether incorrect. No one contacted the Chairman.

Considering that the newspaper has published untrue allegations, the Chairman intends to ask the editor to file his response. But before any such step is taken the Hon'ble Members are requested to inform whether they or any of them passed any information to the Newspaper.

Let it be uploaded in the website.

Ld. Registrar

17/4/17

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

দিন
লার সঙ্গী

ডাঃ পি.মজুমদারের
এন্টিব্যাক্‌ট্রিন–
কার্বঙ্কল,শোথ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা,পোড়া বা পোড়ার ঘা প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগালেই সারিয়া যায়।
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
এন্টিব্যাকট্রিন●কলকাতা-২০

কার্বঙ্কল কিওর (রেজিঃ)

সংখ্যা ১২ + ৪ পাতার নবপত্রিকা ৪.০০ টাকা
Ekdin 16.04.2017, Vol. 10, Issue No.305, 16 Pages, Kolkata

মানবাধিকার কমিশনে বিরোধ

চেয়ারম্যানকে ‘বয়কট’

অরূপ কালী

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বিরোধের জেরে মানবাধিকার কমিশনের কাজকর্ম কার্যত শিকেয় উঠেছে। বিরোধের জল এতদূর গড়িয়েছে যে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে আর বৈঠকেও বসবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন কমিশনের বাকি দুই সদস্য। এই অবস্থা চললে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সম্মতি ছাড়া রাজ্য সরকারের কাছে বছরের শেষে কোনও সর্বসম্মত প্রস্তাব পাঠানো সম্ভব নয়।

এপ্রিল মাসের ৬ তারিখ কমিশনের ওয়েবসাইটে একটি নোটিস তুলে ধরা হয়। নজিরবিহীনভাবে কমিশনের সদস্যদের প্রতি চেয়ারম্যানের নোট উঠে এসেছে ওয়েবসাইটে। নোটে বলা হয়েছে, কমিশনের তরফে সুয়োমোটো মামলা শুরু করতে পারবেন চেয়ারম্যান ও কমিশনের অন্য সদস্য নপরাজিত মুখোপাধ্যায়। হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গিরিশ গুপ্ত ছাড়া কমিশনের অন্য দুই সদস্য হলেন প্রাক্তন দুই আমলা নপরাজিত মুখোপাধ্যায় ও মণিশঙ্কর ত্রিবেদী। অর্থাৎ সুয়োমোটো মামলা করার ক্ষেত্রে মণিশঙ্কর ত্রিবেদীর কোনও ভূমিকা রাখা হয়নি। নোটে আরও বলা হয়েছে প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা ডিভিশনের অভিযোগের দেখভাল করবেন নপরাজিত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি চেয়ারম্যানের সম্মতি ছাড়া একা কোনও বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে পারবেন না। একইভাবে মণিশঙ্কর ত্রিবেদী বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি ডিভিশনের অভিযোগের দেখভাল করবেন। তিনিও চেয়ারম্যানের সম্মতি ছাড়া কোনও বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে পারবেন না।

NOTE SHEET

Date : 06.04.2017

General Order of the Chairman under Regulation 13

1. Cases involving suo motu cognizance shall be taken up for consideration jointly by the Chairman and the Hon'ble Member(A), Shri Naparajit Mukherjee.

2. Mr. Naparajit Mukherjee, Hon'ble Member(A) shall continue to deal with the complaints received by the Commission from the Presidency and Kolkata Division. He shall, however, not finally dispose of the matter one way or the other without placing the papers before the Chairman for his views.

3. Mr. M.S. Dwivedy, Hon'ble Member (J) shall continue to deal with the complaints arising out of Burdwan and Jalpaiguri Division. He shall not, however, finally dispose of the matter one way or the other without placing the papers before the Chairman for his views.

6/4/2017

Ld. Registrar, WBHRC

এই নোট ঘিরেই গোলমাল।

চেয়ারম্যানের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পালটা নোট পাঠান নপরাজিত মুখোপাধ্যায়। নপরাজিতবাবু উদাহরণ তুলে জানান, চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের সময় থেকেই কমিশনের ফুল বেঞ্চ, নিজেরা তদন্ত শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত। নপরাজিত মুখোপাধ্যায়ের পালটা সওয়ালের পরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত পালটান চেয়ারম্যান। ফের ওয়েবসাইটে আরেকটি নোট তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কমিশনের ফুল বেঞ্চ নিজেরা তদন্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। চাপের মুখে প্রথম সিদ্ধান্তে নমনীয় হলেও পরের সিদ্ধান্ত নিয়ে অনমনীয় রয়েছেন গিরিশ গুপ্ত। ফলে বিরোধ জোরদার হয়েছে। নিজেদের মতামতের গুরুত্ব চেয়ারম্যান খারিজ করতে পারেন না, এই যুক্তিতে অটল রয়েছেন বাকি দুই সদস্য। চেয়ারম্যানের অফিসকে সদস্যরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আর বৈঠকে যোগ দেবেন না। কমিশনের এক সদস্য জানিয়েছেন ধরা যাক, আমি কোনও বিষয়ে আর তদন্ত এগিয়ে নিতে চাইলাম না। অথচ চেয়ারম্যান অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠালেন। এই বিষয়ের ফয়সালা কীভাবে হবে? এব্যাপারে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, ‘গিরিশ গুপ্ত-র কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘এবিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়। আমি জানি না কী করে ওয়েবসাইটে এটা পোস্ট করা হয়েছে বা কে করেছে। যদি এধরনের কোনও পোস্ট হয়ে থাকে তাহলে আমি তদন্ত করব। আমি আবার বলছি এটা কমিশনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমি সেটা নিয়ে বাইরে মুখ খুলব না। কিছুদিন আগে কমিশনের কর্মীদের পেনশনকে কেন্দ্র করে বিরোধ চরমে উঠেছিল। চেয়ারম্যান, কর্মীরা কেন পেনশন পাচ্ছেন না জানতে চেয়ে সরকারকে শোকজ করতে চেয়েছিলেন। কমিশনের অন্য দুই সদস্য পাল্টা যুক্তি দিয়েছিলেন। কমিশনের কর্মীদের চাকরি পেনশনের আওতায় পড়ে না। শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছে আর জবাব চাওয়া হয়নি।